জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৪শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 7th June. 1961 { ৪র্থ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে ...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট. কলিকাতা ১২

C. P. Seeve)

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO. 62354.OF.57

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

[illegible] ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক :

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

দুর্নীতির দালাল

—০—

তীর্থস্থানে দেবদর্শনার্থী যাত্রী ধরিবার জন্য তীর্থগুরু নামধারী পাণ্ডারা দেশময় ঘুরিয়া বেড়ায়, যাত্রী পাইলেই তাহাদের পরকালের সদ্‌গতির সুপরামর্শ দিয়া পাথেয় পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করে। দেশে ফিরিবার টিকিটের খরচ নাই, শুনিয়া যাত্রীর পরমাত্মীয় সাজিয়া—"তোর চিন্তা কি ? দশ লাগে, পঁচিশ লাগে, পঞ্চাশ লাগে সব আমি দিব" বলিয়া ভরসা দিয়া সাদা কাগজে খৎ লিখাইয়া টাকা দেয়। তাহারা জানে যে সরলপ্রাণ, ধর্ম্মভীরু, পল্লীবাসী তীর্থযাত্রী তীর্থের ঋণ পরিশোধ করিবেই। সে যদি মরিয়াও যায়, তার পুত্র পৌত্রাদি যে থাকুক, পিতৃলোকের নরকের ভয় দেখাইয়া সব টাকা আদায় হইবেই। যদিও বা কোন কোন ক্ষেত্রে টাকা আদায় না হয়,—পাণ্ডাজী এটা বেশ ভাল জানে, ঐ যাত্রীরই টাকা সব নিয়ে আবার ওকেই ধার দিয়াছিলাম—ঘরের পয়সা এক আধলাও যায় নাই। এই ভাবে ধর্ম্মের আবরণ দিয়া পাপের ব্যবসা চালাইয়া থাকে।

অপাপবিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী বা রাজপুরুষগণ স্বপদে নিযুক্ত হইবামাত্র দুর্নীতিপরায়ণ হয় না। কতক হয় নিজেদের উর্দ্ধতন ঘাগী বদমাইসদের উৎসাহ পাইয়া, আর কতক হয় কর্ম্মস্থানে পাতান তথাকথিত বন্ধুগণের প্ররোচনায়। তবে পূত-চরিত্র ধর্ম্মভীরু সদ্‌গুণসম্পন্ন সরকারী ও বেসরকারী ক্ষমতাপন্ন মানব, সংখ্যায় কম হইলেও একেবারে নাই, একথা বলা চলে না। শত প্রলোভনেও তাঁহাদিগকে নিজের সম্মান ও পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে কেহ কখনও দেখেন নাই।

এক শ্রেণীর ভদ্রনামধারী মুখমিষ্টি মানুষ প্রায় সকল দেশেই আছে, যাদের পেশাই হইল—এক একটী পরার্থপরতাপূর্ণ অবৈতনিক কর্ম্ম হাতে রাখা। হাতের পাঁচ এই কর্ম্মটী উপলক্ষ করিয়া ভূতপূর্ব্ব রাজকর্ম্মচারীদের নিকট দহরম মহরম দেখাইয়াছে। নবাগত কর্ম্মচারী আসিবামাত্র সেই কাজের অছিলা করিয়া যাতায়াত সুরু করে। তারপর বাহিরের লোকের কাছে প্রচার করে যে এঁকে যা বলি ইনি তাই শোনেন। এই প্রচারের চারে তখন দুটী একটী করিয়া লক্ষ্মীপেঁচা পড়িতে আরম্ভ করে।

পাড়াগাঁয়ের পয়সাওয়ালা লোকেরা মনে করে—আমার বাড়ীতে হাকিম হুকিম সাহেব সুবা যদি যাতায়াত করে, সকলে আমাকে ভয় তো করেই, তার উপরে এঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা জমাইলে—"বাঘের নখ" সোনায় বাঁধা বাঘের নখ হইব। এই আশা করিয়া হাকিম ঘেঁসা ফন্দীবাজ দালালের আশ্রয় গ্রহণ করে।

সরকারী বেতনভোগী পদস্থ ব্যক্তি হইলেই যে তাঁহার প্রাণে কোনও সখ বা আমোদ উপভোগ করার স্পৃহা থাকা উচিত নয়, এ কথা বলা চলে না। আমরা এখনও দেখিতে পাই—দুই একজন অফিসার যাদের গ্রামে চর্ব্ব্যচুষ্য খাদ্যের প্রলোভন নাই বা যাদের মামলা মোকদ্দমা নাই, তাদের গ্রামে নিজেদের খাবার বাঁধিয়া লইয়া গিয়া—শিকার বা মাছ ধরার সখ মিটাইয়া থাকেন।

দালাল মহাশয়ের খপ্পরে যাঁহারা পড়িয়া সখ করিতে যান, লক্ষ্মীপেঁচার প্রাসাদরূপ কুলায়ে, প্রথমতঃ তাঁহাদের প্রাথমিক জলযোগের পর পুকুরে চার পড়ে। রান্নাঘরে নানাবিধ চার ভাজা হওয়ায় সেগুলি আপাততঃ ঘ্রাণেনার্দ্ধভোজনং করিয়া জলাশয়ের ধারে তরঙ্গের (ফাৎনা) দিকে কাহারও লক্ষ্য, কাহারও লক্ষ্য প্রাসাদের নির্ম্মাণ-মাধুরী। কেহ কেহ কত লোকহিতকর কর্ম্মের পরিকল্পনা করিতে থাকেন। যাহা হউক শেষ অবধি রান্নাঘরের চারগুলি নিঃশেষ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন। দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ নিজেদের দুর্নীতির সমর্থন করিয়া—বলেন কারও বাগানের ফল ফুল লওয়ার দোষ নাই। কিন্তু এই ফল হইতে fall (ফল্—পতন) ফুল হইতে শেষ পর্য্যন্ত fool (ফুল্—নির্ব্বোধ) হওয়া আরম্ভ হয়। গ্রামবাসী দর্শকগণের সকলেই কাণা-কাণি করে—বাপ্‌রে সব হুজুরই আমাদের হুজুরের পোষমানা। গ্রাম্য হুজুর যার প্রতি বিরূপ তার বুকের মধ্যে কম্পন আরম্ভ হয় না কি ? কাঙালের মরণ ভাল ! কার কাছে দাঁড়াব ইনি যদি পীড়ন করেন ?

দালালের চারে উঠিল, লক্ষ্মীপেঁচা, লক্ষ্মীপেঁচার চারে উঠিল খামখেয়ালী হুজুর, কিন্তু নাচার হইল যখন তখন অদেয়-কর-ভারে-পীড়িত হইয়া দরিদ্র কাঙাল পল্লীবাসিগণ। এই ভাবে কত নিষ্পাপ রাজপুরুষ একটু একটু করিয়া প্রলোভিত হইয়া পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হন। আইনের ধারার অপপ্রয়োগ করিয়া কাঙালের নয়নধারা অনুসারে রোগ-শোকাদি দণ্ড উপভোগ করেন। যিনি তোষামোদ করিয়া স্বগৃহে পদধূলি দিবার জন্য একদিন অনুরোধ করিয়াছেন তিনিই লোকের কাছে স্পর্দ্ধা করেন—অমুক বাবু ? ওকে যা বল্‌বো তাই করবে। আরও অনেক রকমে দালালের দ্বারা দুর্নীতি সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারী নিজেদের নিষ্পাপ রাখিতে চান তাঁহারা এই সব বন্ধুবেশী দালালগণকে নিজেদের ত্রিসীমানায় ঘেঁসিতে যেন না দেন।

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব

রঘুনাথগঞ্জ 'দেশবন্ধু-যতীনদাস পাঠাগার' কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে স্বর্গীয় পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ১৮ই হইতে ২০শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত তিনদিন রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিনে নবাগত মহকুমা শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় সভাপতি ও কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। দ্বিতীয় দিনে শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী মহাশয় সভাপতি ও শ্রীকালীপদ ঘোষ মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বেতার-শিল্পী শ্রীসৌমেন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুর্দ্দা' অভিনীত হয়। তৃতীয় দিনে বিচিত্র অনুষ্ঠান, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ এবং আবৃত্তি হয়। প্রতিদিনই উৎসব প্রাঙ্গণে বহু নরনারী ও বালকবালিকা যোগদান করেন।

সংস্কার প্রয়োজন

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ৫নং ওয়ার্ডে চাউলপটীর সন্নিকটস্থ স্বর্গীয় ভুবনমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর নিকট হইতে ভাগীরথী নদীতে নামিবার গলি রাস্তাটীর বহুদিন হইতে সংস্কার হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে এই রাস্তা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এই রাস্তা দিয়া প্রত্যহ পল্লীর বহু নরনারী স্নানার্থে ভাগীরথী নদীতে গমনাগমন করিয়া থাকেন। রাস্তার পার্শ্বস্থিত দুইটী দ্বিতল বাড়ীর নর্দ্দমা দিয়া নোংরা জল গলি রাস্তায় পতিত হয়। উহার প্রতিকার করা একান্ত আবশ্যক। আমরা মিউনিসিপ্যালিটীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সংস্থা

জঙ্গিপুর হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ নির্ম্মলকুমার লাহা জানাইতেছেন—জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। ডাঃ মিস্ জোয়ারদার, এম-বি, বি-এস্ ইহার ভারপ্রাপ্ত হইয়া এখানে আসিয়াছেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার বৈকালে ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত উপস্থিত বিবাহিত ভদ্র-মহিলাদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বক্তৃতা, শিক্ষা ও উপদেশ দিবেন। সুতরাং বিবাহিত ভদ্র-মহিলারা যেন দলে দলে উক্ত ক্লাশে যোগদান করিয়া জ্ঞান-লাভ করতঃ সরকারের এই শুভ প্রচেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন।

কারবাইডে আম পাকান

"কিলিয়ে কাঁঠাল পাকান" প্রবাদ বাক্য অনেকেই জানেন। আজকাল কারবাইড প্রয়োগে আম পাকান হইতেছে। এই অভিনব প্রক্রিয়া অবলম্বনে পাকা আমের সুগন্ধ ও সুস্বাদ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। খাদ্যে এই প্রকার ক্ষতিকর দূষিত দ্রব্য প্রয়োগ করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়াই মনে হয়। সরকার এই প্রকার দুষ্কর্ম্ম কঠোর হস্তে দমন করুন নচেৎ আর রক্ষা নাই।

রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের সভ্য নির্ব্বাচন

গত ২রা জুন শুক্রবার রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণ করা হয়। জঙ্গিপুর বারের অন্যতম প্রবীণ উকিল শ্রীদ্বারকানাথ সাহা মহাশয় উক্ত কার্য্য পরিচালনা করেন।

অভিভাবকগণের প্রতিনিধিরূপে ৫ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

১। ডাঃ শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়
২। ডাঃ শ্রীপার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়
৩। শ্রীপরমেশ পাণ্ডে ৪। শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র রায় ৫। শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যোৎসাহী ও হিতৈষীরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

১। শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী ২। শ্রীহীরালাল চন্দ্র

মাদ্রাসা স্থাপন

রঘুনাথগঞ্জের অনতি দূরবর্ত্তী চড়কা গ্রামে শাহ্ রাজ্জাক সাহেবের রওজা প্রাঙ্গণে একটী মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। অল্প সময় মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৬৫ জন হইয়াছে। মাদ্রাসার জন্য পোক্তা ঘরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

মুসলিম ধর্ম্মসভা

বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার রঘুনাথগঞ্জ সহর সংলগ্ন আহিলেরউপর গ্রামে এক বিরাট মুসলিম ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দেশবিদেশ হইতে আগত বিখ্যাত আলেমগণ এই সভায় বক্তৃতা করেন।

চাউলের দর বৃদ্ধি

রঘুনাথগঞ্জ বাজারে চাউলের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিল ছাঁটা সাধারণ চাউল প্রতি মণ ২০৲ টাকা স্থলে ২১.২৫ নঃ পঃ এবং আছাঁটা সাধারণ চাউল প্রতিমণ ১৮.৫০ নঃ পঃ স্থলে ১৯.৫০ হইয়াছে। জনসাধারণ আরও দর বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কা করিতেছে।

টেক্সটাইল লাইসেন্স রিনিউ

আগামী ১২ই জুন, ১৯৬১ হইতে জঙ্গিপুর মহকুমার সমস্ত থানার 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের লাইসেন্স গ্রহণকারীগণের লাইসেন্স রিনিউ হইবে। নিম্নে তারিখ দেওয়া হইল।

রঘুনাথগঞ্জ থানা

'সি' গ্রুপ (বস্ত্র ব্যবসায়ী) ১ হইতে ৫৪নং ১২ই জুন, ৫৫ হইতে ১০৮নং ১৩ই জুন। 'ডি' গ্রুপ (ফেরিওয়ালা) ১ হইতে ৮৩নং ১৪ই জুন, ৮৪ হইতে ১৬৭নং ১৫ই জুন, ১৬৮ হইতে ২৪৬নং ১৬ই জুন।

সাগরদীঘি থানা

'সি' গ্রুপ ১ হইতে ২৯নং এবং 'ডি' গ্রুপ ১ হইতে ৫৩নং ১৭ই জুন।

সুতী থানা

'সি' গ্রুপ ১ হইতে ৪৯নং এবং 'ডি' গ্রুপ ১ হইতে ৪৯নং ১৯শে জুন, 'ডি' গ্রুপ ৫০ হইতে ৯৮নং ২০শে জুন।

সমসেরগঞ্জ থানা

'সি' গ্রুপ ১ হইতে ৫৮নং ২১শে জুন, 'ডি' গ্রুপ ১ হইতে ৫৫নং ২২শে জুন, 'ডি' গ্রুপ ৫৬ হইতে ১১০নং ২৩শে জুন।

ফরাক্কা থানা

'সি' গ্রুপ ১ হইতে ১৩নং এবং 'ডি' গ্রুপ ১ হইতে ৫০নং ২৪শে জুন, 'ডি' গ্রুপ ৫১ হইতে ১০০নং ২৬শে জুন, 'ডি' গ্রুপ ১০১ হইতে ১৫৪নং ২৭শে জুন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১২ই জুন ১৯৬১

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৮০ থাং ডিঃ বাঁশরীমোহন সেন দিং দেং পাঁচকড়ি হাজরা দাবি ২১৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাড়ালা ২০ শতকের কাত ১।৩ পাই আঃ ৫৲ আদালত মূল্য ৬০৲ খং ১০০৩ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৮১ থাং ডিঃ ঐ দেং হরিহর ঘোষাল দিং দাবি ২৮ টাকা ১৬ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১-৫০ শতকের কাত ৮৷৶১১ আঃ ৩০৲ আদালত মূল্য ৪৭৫৲ খং ১৬৫ ঐ স্বত্ব

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর নির্দ্ধারিত মূল্যে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: 'আর্ট ইউনিয়ন' টেলিফোন: বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ... রী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।